**বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন এবং**

**রামপাল ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের**

**ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান**

 ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, শনিবার, ২০ আশ্বিন  ১৪২০, ০৫ অক্টোবর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

ভারতের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আবদুল্লাহ ফারুক ,

কুটনীতিকবর্গ,

উপস্থিত সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন এবং রামপাল ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ভারত আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার এবং সেদেশের জনগণের অসামান্য অবদান এবং আত্মত্যাগ বাংলাদেশের মানুষ চিরদিন স্মরণ রাখবে।

 প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ ভারতের সঙ্গে আমাদের বহুমূখী সহযোগিতার সম্পর্ক বিদ্যমান। দু'দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আজ থেকে এই সহযোগিতার নতুন দিগন্তের সূচনা হল। আমি আশা করি, দু'দেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য আমাদের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হবে।

এই মহতী অনুষ্ঠানে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের। স্মরণ করছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনগণের অসীম আত্মত্যাগের কথা।

সুধিমন্ডলী,

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রথমেই প্রয়োজন পর্যাপ্ত এবং নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ। বিষয়টি অনুধাবন করে আমরা দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেই। পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করি।

এরই অংশ হিসেবে ২০১০ সালের ১১ই জানুয়ারি বিদ্যুৎ খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ভেড়ামারায় বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হয়। আজ এই কেন্দ্রটির শুভ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হল।

এ প্রকল্পের আওতায় ভারতের অংশে ৭৪ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশ অংশে প্রায় ২৭ কিলোমিটার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। স্থাপন করা হয়েছে ৪০০ কেভি High Voltage Direct Current-HVDC গ্রিড উপকেন্দ্র।

এই উপকেন্দ্রটির মাধ্যমে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ভারত হতে বাংলাদেশে আমদানি করা হবে। আমরা এই কেন্দ্রটির ক্ষমতা পর্যায়ক্রমে যাতে ১০০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায় সে ব্যবস্থা রেখেছি। উভয় দেশ সম্মত হলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করে ভবিষ্যতে ১০০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে।

৪০০ কেভি HVDC গ্রিড উপকেন্দ্র বাংলাদেশে এই প্রথম নির্মাণ করা হল। এই প্রযুক্তি আমাদের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রভূত অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি। পাশাপাশি এই নতুন সংযোজিত প্রযুক্তি বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত প্রকৌশলীদের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

ভারত ছাড়াও আমরা প্রতিবেশী মায়ানমার, নেপাল এবং ভূটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছি। এ বিষয়ে আলোচনা চলছে।

বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রটির চালুর মধ্য দিয়ে প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও সুদৃঢ় হবে।

সুধিবৃন্দ,

বিগত নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমাদের দায়িত্বের শেষপ্রান্তে এসে আজ আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, আমরা সে প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।

আপনারা জানেন, ২০০৯ সালে আমাদের দায়িত্ব নেওয়ার সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল মাত্র দৈনিক ৩২০০ মেগাওয়াট। আজ ৬ হাজার ৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে ২০২১ সালের মধ্যে আমরা ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। গত সাড়ে চার বছরে আমরা সরকারি ও বেসরকারি খাতে ৪ হাজার ৪৩২ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৫৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছি। বর্তমানে ৬ হাজার ৫৬৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। ৩ হাজার ৯৭৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র টেন্ডার প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

এছাড়া ৩ হাজার ৫৪২ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

আমরা বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায়ও ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। প্রায় ৯ হাজার কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং ৩ লাখ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য ২০টি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় ৩৪ লাখ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। দেশের ৬২ শতাংশ মানুষ এখন বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বিদ্যুতের সিস্টেম লস কমিয়ে আমরা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করেছি।

আপনারা জানেন, মাত্র ২ দিন আগে আমরা রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করেছি। রাশিয়ার সহযোগিতায় রূপপুরে পর্যায়ক্রমে ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বিশ্বের মাত্র ২৭টি দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ যুক্ত হতে যাচ্ছে।

এছাড়া, কয়লা, বায়োগ্যাস, সোলারসহ অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি।

আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন বর্তমানে অনেকটা প্রাকৃতিক গ্যাসনির্ভর। কিন্তু আমাদের গ্যাসের মজুদ সীমিত। সেজন্য আমরা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে জোর  দিয়েছি।  ইতোমধ্যে ১৩ টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আজ রামপালের ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হল। চীন ও মালয়েশিয়ার সহায়তায় আরও দু'টি বড় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে কেউ কেউ পানি ঘোলা করার চেষ্টা করছেন। আমি একটি কথা দেশবাসীকে স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, আমি এমন কোন প্রকল্পের অনুমোদন দেই না বা ভবিষ্যতে দিব না, যা আমাদের পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে।

আমরা সব ধরণের পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনায় নিয়েই রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আজ অনেকেই পরিবেশবাদী সেজেছেন। কিন্তু আমার সরকারই সুন্দরবন রক্ষায় একে বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। উপকূলীয় বনায়নসহ সারাদেশে কোটি কোটি গাছের চারা রোপনের ব্যবস্থা আমরাই করেছি। বনভূমি বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিয়েছি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ক্লাইমেট চেঞ্জ ফান্ড এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড  গঠন করেছি। দেশের জলাভূমি এবং নদী-নালা রক্ষার পদক্ষেপ নিয়েছি।

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র যাতে পরিবেশের কোন ক্ষতি না করে, সেজন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বায়ু পানি দূষণরোধে উন্নতমানের কয়লা ব্যবহার করা হবে এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি বসানো হচ্ছে।

প্রিয় সুধিবৃন্দ,

একটি সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত জাতি গঠনে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। সবার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো আমাদের লক্ষ্য।

২০০৫ সালে দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত। এখন তা ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। ৫কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমরা সাউথ-সাউথ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি।

মাথাপিছু আয় ২০০৮ সালে ছিল ৬৩০ ডলার। এখন তা বেড়ে ১০৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। তখন রিজার্ভ ছিল ৩ বিলিয়ন ডলার। আর এখন রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

আমরা প্রায় ২১ হাজার কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করেছি। ঢাকায় তিনটি বড় ফ্লাইওভার নির্মিত হয়েছে। মেট্টোরেল নির্মাণের কাজ শিগগিরই শুরু হবে। চট্টগ্রামেও একাধিক ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হচ্ছে। সারাদেশে অসংখ্যা ছোটবড় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। গ্রামের মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায়।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য দারিদ্র্য দূরীকরণ, সার্বজনীন শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃ-স্বাস্থ্যসেবা এবং উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে এক সফল এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

ইনশাআল্লাহ, আপনাদের সাহায্য-সমর্থন পেলে ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত, আধুনিক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব। বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। আমরা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো।

আসুন আমরা সবাই সে লক্ষ্যে কাজ করে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।